৬ দেহ-মনের সম্বন্ধ

বিষয়বস্তু

ভূমিকা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ, সমান্তরালবাদ, অভিন্নতাবাদ।

প্রশ্ন ১। দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ আলোচনা কর।

(Discuss Interactionism as a theory regarding the relation between body and mind.) (B.U. 2008)

উত্তর। মনোবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দেহ ও মনের নিবিড় সম্বন্ধের বিষয়টি বর্তমানে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অধিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজ—এই তিন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেহ ও মনের সম্বন্ধের উপর আলোকপাত করেছেন। ফরাসি বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই তত্ত্বের নাম **ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ** (Interactionism)। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রভাবে দেকার্ত (Descartes) জগতকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি Aristotle-এর প্রাণবাদ অস্বীকার করেন এবং জীবদেহ সম্পর্কে যান্ত্রিক মতবাদ সমর্থন করেন।

দ্বৈতবাদী দেকার্তের দর্শনে জড় বা দেহ এবং মন পরস্পর স্বতন্ত্র দ্রব্য। দেহ চৈতন্যহীন জড়ধর্মী। মন বিস্তৃতিহীন চৈতন্যধর্মী। দেহের ধর্ম হল বিস্তৃতি (extension), মনের ধর্ম হল চিন্তন (thought)। দেকার্তের দর্শনে 'Res cogitus' এবং 'Res extensa' পরস্পর বিপরীত দ্রব্য। মন বিস্তৃতিবিহীন চেতনা, দেহ চেতনাবিহীন বিস্তৃতি। দেহ ও মন এই দুটি দ্রব্যের স্বরূপ এত ভিন্ন যে তাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। অথচ দেকার্ত মনে করেন যে, দ্রব্য দুটি ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে নিবিড় সংযোগ আছে, দুটির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আবেগ প্রভৃতি অবস্থাগুলি দেহ ও মনের নিবিড় সংযোগ প্রমাণ করে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেহ-মনের উপর, কর্মের ক্ষেত্রে মন দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ঐ উদ্দীপনা স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে পৌঁছালে সংবেদন সৃষ্টি হয়। মন ঐ সংবেদন অনুসারে দেহে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, যার জন্য আমরা অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারি।

দেহ ও মনের এই নিবিড় সম্বন্ধ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেকার্ত বলেন, আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যভাগে পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland) অবস্থিত। এই গ্রন্থির মাধ্যমে দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটে। শরীরের সব অংশের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকলেও শরীরের একটি স্থানে এই সম্বন্ধ খুবই সক্রিয়। এই স্থানটি হল পিনিয়াল গ্রন্থি। গ্রন্থিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেহ ও মনের সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রন্থিটি মধ্যস্থের কাজ করে। এই গ্রন্থির মধ্যে যে জৈব তেজ প্রবাহিত, তার সাহায্যে মন নিজের ও শরীরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সংযোগ সূত্র উৎপন্ন করতে পারে এবং যথাযথভাবে পরিচালিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমাদের চোখ দুটিতে বস্তুর যে দুটি ছাপ পড়ে তা এই পিনিয়াল গ্রন্থিতে সম্মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়, তা না হলে একই বস্তু দুটি বলে মনে হত। তাই বাহ্যবস্তুর সঠিক জ্ঞানের জন্য মন সমগ্র শরীরের মধ্যে পিনিয়াল গ্রন্থিকে নিজের প্রধান স্থানরূপে গ্রহণ করেছে। গ্রন্থিটির মাধ্যমে শরীর ও মন সাক্ষাৎভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে।

শরীর জড় দ্রব্য। দেহস্থ জৈব তেজশক্তি দেহের স্বাভাবিক ধর্ম। মন এই শক্তির জনক নয়। মন

Scanned by TapScanner

শুধু পিনিয়াল গ্রন্থিতে অবস্থান করে এই শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে, শক্তিটির দিক পরিবর্তন করে। আবার মনে কোন সংকল্পের উদয় হলে মন পিনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা করে। অবশ্য দেকার্ত মনে করেন যে, স্মৃতি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। স্মরণ ক্রিয়া যতটুকু শারীরিক ততটুকু মানসিক নয়। আবার এই ক্রিয়া পিনিয়াল গ্রন্থিতে সীমাবদ্ধ নয়।

মূল্যায়ন ঃ মতবাদটি সন্তোষজনক নয়। দেহ ও মন বিপরীতধর্মী। বিস্তৃতিহীন মন কীভাবে বিস্তৃতিশীল দেহের উপর ক্রিয়া করতে পারে, তার ব্যাখ্যা দেকার্ত সন্তোষজনকভাবে দিতে পারেন নি। দেহ ও মন পরস্পর নিরপেক্ষ হলে একটি অপরটির উপর ক্রিয়া করতে পারে না। আবার যদি একটি অপরটির উপর ক্রিয়া করে, তবে তাদের পরস্পর নিরপেক্ষ বলা চলে না। দেকার্ত প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে মনে হয় তিনি দেহ ও মনের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কল্পিত কারণ ও কল্পিত কার্য যদি বিজাতীয় তত্ত্ব হয়, তবে দুটির মধ্যে কীভাবে কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকা সম্ভব? রাইলের মতে দেকার্তের এই ব্যাখ্যা শ্রেণি বিভ্রম (Category mistake) নামক দোষে দুষ্ট।

পরিশেষে বলা যায় মতবাদটি শক্তির নিত্যতার পরিপন্থী। মানসিক শক্তি যদি বাহ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হবার আগে শেষ হয়ে যায় বা দৈহিক শক্তি যদি মানসিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবার আগে শেষ হয়ে যায়, তাহলে শক্তির নিত্যতা আর স্বীকার করা যায় না। আবার শক্তির নিত্যতা স্বীকার করলে উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা যায় না।

দেকার্ত একদিকে যান্ত্রিকতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত, অপরদিকে তিনি আধ্যাত্মিকতাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এর ফলে দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা না করে দেকার্ত কোথায় এই ক্রিয়া সংঘটিত হয় তার উল্লেখ করেন। বস্তুত জড় ও মন, বিস্তৃতি ও চেতনা তেল ও জলের মত ভিন্নধর্মী। এই প্রকৃতিগত পার্থক্য হেতু উভয়ের মিলন সম্ভব নয়। কাজেই দেকার্তের এই প্রচেষ্টা সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন ২। দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে সমান্তরালবাদ আলোচনা কর।

(Discuss Parallelism as a theory regarding the relation between body and mind.) (B.U. 2009)

উত্তর। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেহ ও মনের যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, তা আমরা জানতে পারি। আমার হাত তোলার ইচ্ছা হলে আমি হাত তুলতে পারি। কিন্তু দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও এই সম্পর্কের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এই বিষয়ে যেসব উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব আছে, তাদের অন্যতম হল **সমান্তরালবাদ**। দেকার্ত প্রবর্তিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের (Interactionism) সমালোচনা করে Spinoza এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন।

স্পিনোজার মতে দেহ ও মন স্বতন্ত্র দ্রব্য নয়। একই দ্রব্যের এরা দুটি ভিন্ন প্রকাশ। তার দর্শনে ঈশ্বরই একমাত্র চরম দ্রব্য। তিনি অনন্ত গুণসম্পন্ন। এই অনন্ত গুণের মধ্যে আমরা দুটি গুণকে জানতে পারি। একটি দেহ বা বিস্তৃতি অপরটি মন বা চিন্তন। গুণ দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ।

বিস্তৃতি ও চেতনা ঈশ্বরের দুটি সমান্তরাল গুণ। দুটির মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই। একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ভাববাদীরা চেতনার সাহায্যে জড়কে এবং জড়বাদীরা জড়ের সাহায্যে চেতনাকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু স্পিনোজা এই দুটিকে ঈশ্বরের স্বতন্ত্র গুণ বলে মনে করেন। একটি অপরটির উপর ক্রিয়া করতে পারে না। কোন জড়ের কারণ পূর্ববর্তী কোন জড় হয়ে থাকে, কোন চেতনার কারণ পূর্ববর্তী কোন চেতনা হয়ে থাকে। একটি অপরটির কারণ বা কার্য নয়।

স্পিনোজার মতে বিস্তৃতি ও চেতনা সব সময়ে সহাবস্থান করে এবং একই ক্রমে ক্রিয়া করে।

Scanned by TapScanner

যখনই কোন দৈহিক পরিবর্তন ঘটে তখন কোন মানসিক পরিবর্তন ঘটে ; আবার যখন কোন মানসিক পরিবর্তন ঘটে তখন দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। একেই সমান্তরালবাদ বলা হয়।

মন্তব্য ঃ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মতবাদটি সমর্থনযোগ্য। মনোবিজ্ঞানে মানসিক ক্রিয়া ও স্নায়বিক ক্রিয়ার মধ্যে সহগামিতার সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। তবু মতবাদটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সব ক্ষেত্রে এই সহগামিতার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তাছাড়া প্রতিটি দৈহিক ক্রিয়ার সমান্তরাল মানসিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করলে সর্বাত্মবাদ (Pan-psychism) স্বীকার করতে হয়। অবশ্য বাস্তব দৃষ্টিতে দেহ ও মনের পারস্পরিক প্রভাব অস্বীকার করা চলে না।

Scanned by TapScanner